পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানীর রহিম

সম্মানিত শেয়ার হোল্ডারবৃন্দ,
আস্‌সালামু-আলাইকুম,

কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। নানাবিধ প্রতিকুল পরিবেশ, পরিস্থিতি, ব্যবসায়িক মন্দা এবং অর্থনৈতিক সংকটের কারণে আমরা ৩০ শে জুন, ২০১৬ এ সমাপ্ত ০৯ (নয়) মাসের সাধারণ সভা যথাসময়ে করতে পারিনি। উক্ত ০৯ (নয়) মাসে কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত হিসাব ও তার উপর নিরীক্ষকের প্রতিবেদন আপনাদের সদয় পর্যালোচনা, বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করছি।

কোম্পানি পরিচিতি ঃ
এক্সেলসিয়র সুজ লিমিটেড বাংলাদেশের প্রথম শতভাগ জুতা উৎপাদন ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৮ সালের ৩০ শে জুন নিবন্ধিত হয়। কোম্পানির শিল্পকারখানাটি চট্টগ্রাম ইপিজেড এলাকায় অবস্থিত। ১৯৮৮ সালের ৩০ শে জুন কোম্পানি নিবন্ধিত হয় এবং ৩০ শে এপ্রিল, ১৯৯০ থেকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হয়।

মানব সম্পদ ঃ
নিম্নে ৩০ শে জুন, ২০১৬ এ সমাপ্ত ০৯ (নয়) মাসের সাথে বিগত ৩ বছরের মানব সম্পদের সংখ্যা এবং মানব সম্পদের বিপরীতে উৎপাদন এবং বিক্রয়ের চিত্র তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক নং	সমাপ্ত বছর	মোট মানব সম্পদ (শ্রমিক, কর্মচারি, কর্মকর্তা, নির্বাহী এবং ব্যবস্থাপক)	উৎপাদন (জোড়া)	বিক্রয় (লক্ষ টাকায়)
০১.	৩০ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩	১,৮৮২	১২,১৫,০০০	৩,৯৫১.৭৭
০২.	৩০ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪	১,৫৮৪	১৪,৬৮,০০০	৭,৮৩৬.২২
০৩.	৩০ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৫	১,৪৭০	১৪,৩৯,০০০	২,০৭০.০৬
০৪.	৩০ শে জুন, ২০১৬ (০৯ মাস)	১,২৩৮	৯,০৫,০০০	৯৪৬.৮০

আর্থিক ফলাফল ঃ
৩০ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ এ সমাপ্ত ৯ মাসের সাথে বিগত ৩ বছরের আর্থিক ফলাফল নিম্নে দেওয়া হলো:

সমাপ্ত বছর	মোট বিক্রয় (লক্ষ টাকা)	মোট মুনাফা/ ক্ষতি (লক্ষ টাকা)	ওপারেটিং মুনাফা /ক্ষতি (লক্ষ টাকা)	নীট মুনাফা/ক্ষতি (লক্ষ টাকা)	শেয়ার প্রতি লাভ/ক্ষতি (টাকা)
৩০ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩	৩,৯৫১.৭৭	১৮০.৯৪	(১১২.৯৭)	(১২৬.৫৮)	(৪.২২)
৩০ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪	৭,৮৩৬.২২	৩৯৯.০৮	২০৩.৫০	২০৪.৪০	৬.৮১
৩০ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৫	২,০৭০.০৬	৬০.৮১	(১১৭.৪৩)	(১১৭.৬২)	(৩.৯২)
৩০ শে জুন, ২০১৬ (০৯ মাস)	৯৪৬.৮০	(৭০০.৪২)	(৭৭৪.৯৮)	(৯৪০.৩৭)	(৩১.৩৫)

ব্যবসায়িক কার্যক্রম পর্যালোচনা ঃ
কোম্পানির ৩০ শে জুন, ২০১৬ এ সমাপ্ত ০৯ মাসের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উক্ত বছরে কোম্পানি ৯৪০.৪০ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

লভ্যাংশ ঘোষণা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ঃ

যেহেতু ৩০ শে জুন, ২০১৬ এ সমাপ্ত ০৯ মাসে কোম্পানি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয় সেহেতু গত ০২.০১.২০২৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পরিষদের সভায় ডিভিডেন্ড না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরিচালনা পরিষদ ঃ

০১	মরহুম এম. এ. কালাম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
০২	জনাব খন্দকার হাসান রেজা, এফসিএস	পরিচালক
০৩	জনাব রুহুল আমীন, এফসিএমএ	পরিচালক
০৪	জনাব ইঞ্জিনিয়ার আবদুল হক	স্বতন্ত্র পরিচালক

পরিচালকগণের অবসর গ্রহণ ও পুনঃনিয়োগ ঃ

জনাব জেড ইউ তারিক ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেছেন। তার স্থলে পুনঃনিয়োগের জন্য কেউ আবেদন করেননি বিধায় কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ ঃ

৩০ শে জুন, ২০১৭ এ সমাপ্ত বছরে জন্য নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠান আর্টিসান পুনঃনিয়োগের আবেদন করে। অন্য কোনো প্রস্তাব না থাকায় এবং যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়ায়, পরিচালনা পরিষদ একই পরিশ্রমিকে ৩০ শে জুন, ২০১৭ এ সমাপ্ত বছরে জন্য আর্টিসানকে পুনঃরায় নিয়োগ দেয়। এই নিয়োগ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলো।

নিরীক্ষকের মন্তব্যের উপর ব্যাখ্যা ঃ

৩০ শে জুন ২০১৬ এ সমাপ্ত ০৯ মাসের প্রতিবেদনে প্রপার্টি, প্ল্যান্ট এবং ইকুইপমেন্টের মূল্য অবলোপন না করা, এডভান্স ডিপোজিট এন্ড প্রিপেমেন্ট এ স্থিতিশীলতা, স্পেয়ার পার্টস এবং এক্সেসরিজকে ক্রয় মূল্যে দেখানো, একাউন্টস রিসিভএবল হিসাবে স্থিতিশীলতাসহ কিছু বিষয়ে নিরীক্ষক কোয়ালিফাইড মতামত দিয়েছেন। এ বিষয়ে কোম্পানির মতামত নিম্নরুপঃ

ক. প্রপাটি, প্ল্যান্ট এবং ইকুইপমেন্টের মূল্য অবলোপন না করা:

প্রপাটি, প্ল্যান্ট এবং ইকুইপমেন্টের মূল্য অবলোপন করাকে ম্যানেজেমেন্টের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় বিবেচনা করার সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ ছিল না।

খ. এডভান্স ডিপোজিট এন্ড প্রিপেমেন্ট হিসাবে স্থিতিশীলতা:

টেলিফোন সংযোগ, বিদ্যুৎ সংযোগ, ইপিবি এবং বেপজায় গচ্ছিত রাখা জামানত, যেগুলো দীর্ঘ মেয়াদে অপরিবর্তনীয় থাকবে। এ বিষয়ে কোম্পানির ম্যানেজমেন্টর ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে নিরীক্ষক এই বিষয়টি উল্লেখ করেননি।

গ. স্পেয়ার পার্টস এবং এক্সেসরিজকে ক্রয় মূল্যে দেখানো:

স্পেয়ার পার্টস এবং এক্সেসরিজ কনজুমএবল এসেট, বিক্রয়ের উদ্দেশ্য জমাকৃত সম্পদ নয়, তাই এগুলোর বর্তমান বাজার মূল্য বের করা সম্ভব নয়, যার মধ্যে শত শত ছোট ছোট যন্ত্রাংশ অর্ন্তভূক্ত। এ বিষয়ে কোম্পানির ম্যানেজমেন্টর ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে নিরীক্ষক এই বিষয়টি উল্লেখ করেননি।

ঘ. একাউন্টস রিসিভএবল হিসাবে স্থিতিশীলতা:

যদিও একাউন্টস রিসিভএবল হিসাবে কিছু পাওনার পরিমাণ অপরিবর্তনীয় ছিল কিন্তু এই পাওনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সন্দেহের কোনো কারণ ছিল না। এ বিষয়ে কোম্পানির ম্যানেজমেন্টর ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে নিরীক্ষক এই বিষয়টি উল্লেখ করেননি।

উপসংহার ঃ

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ থেকে সম্মানিত সকল শেয়ার-মালিক, সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী-শ্রমিক, কোম্পানির সকল সহযোগি ও প্রতিষ্ঠানকে তাঁদের ঐকান্তিক আন্তরিকতা ও ব্যবসায়িক অবদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে-

(মোহাম্মদ ইমাম হোসেন)
চিফ ফিন্যানসিয়াল অফিসার

(কে. এইচ. রেজা, এফসিএস)
পরিচালক এবং কোম্পানি সচিব